Cambridge Assessment International Education

Cambridge O Level

BENGALI **3204/02**

Paper 2 Language Usage and Comprehension **May/June 2024**

INSERT **1 hour 30 minutes**

7393191292-I

INFORMATION

- This insert contains the reading passages.
- You may annotate this insert and use the blank spaces for planning. **Do not write your answers** on the insert.

This document has **4** pages. Any blank pages are indicated.

KI/NL 326578/2
© UCLES 2024

[Turn over

বিভাগ : খ

*এই নিবন্ধটি পড়ে প্রশ্নপত্রের **26** থেকে **32** নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।*

তথ্য-প্রযুক্তির বিবর্তন এবং আমাদের অবস্থান

তথ্য-প্রযুক্তি আমাদের জীবনকে একটা নতুন মোড়ে নিয়ে এসেছে। এখন আমাদের বড়ো একটি সময় কাটছে তথ্য-প্রযুক্তির সঙ্গে অনলাইনে। কখনো পড়ালেখা, আবার কখনো কোনো তথ্য সংগ্রহ থেকে শুরু করে কেনাকাটা ও বিনোদনের পুরো দায়িত্ব এখন তথ্য-প্রযুক্তি নিয়ে নিয়েছে। ব্যাংকে বা দোকানপাটে আগের সেই লাইন আর নেই, অফিসে কাগজের ব্যবহার কমে আসছে, এমনকি ট্যাক্সি, অটোরিকশা ডাকতেও তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে।

2018 সালের একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, বড়ো বড়ো আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রায় সব কটিই তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক। কিন্তু দেখতে হবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গবেষণার কোন দিকে বিনিয়োগ করছে এবং কেন? ইদানীং বহুল আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে ক্লাউড কম্পিউটিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, স্যাটেলাইট, স্বয়ংক্রিয় বা চালকবিহীন গাড়ি, কম্পিউটার নিরাপত্তা, রোবটিকস ইত্যাদি। তবে গতি ও মেমোরির ধারণশক্তি এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আজকাল সব ডেটা প্রসেসিং ও তথ্য ধারণের কাজ করা হয় ক্লাউডে। ভবিষ্যতে ভিডিও এডিটিং, অ্যানিমেশনের কাজও হবে ক্লাউডে। তবে সম্প্রতি আর্থিক লেনদেনের জন্য অনলাইন জনপ্রিয় মাধ্যম হয়ে উঠলেও আমরা এখন যেকোনো প্রয়োজনীয় ফাইল গুগল ড্রাইভে রাখতে সবচেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। কাজেই ম্যাটেরিয়াল সায়েন্স ও নতুন ধরনের কম্পিউটিং উদ্ভাবনের গবেষণায় আমাদের নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের উদ্বুদ্ধ করা দরকার।

ভবিষ্যতে এসব তথ্য হয়ে উঠবে অমূল্য সম্পদ। তবে এর নিরাপত্তা নিয়ে গবেষণা চলছে এবং চলবে। এছাড়াও হ্যাকার, স্প্যাইওয়্যার ও ভাইরাসের আক্রমণ থেকে কম্পিউটার ও তথ্যের নিরাপত্তা রক্ষা হবে ভবিষ্যতের জন্য এক বিরাট পদক্ষেপ। তবে সামাজিক মাধ্যমে হুমকি, গুজব, মানহানি, অশ্লীলতা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে সাইবার আইন জানার পাশাপাশি এই আইন প্রয়োগ করায় সচেষ্ট হওয়া এই মুহূর্তে আমাদের সবার জন্য অত্যন্ত জরুরি।

আমরা তথ্য-প্রযুক্তির উন্নয়নের দিকে নজর দিলে খুব সহজেই বুঝতে পারি যে মানুষের কঠিন, অসাধ্য ও বিরক্তিকর কাজকে সহজ করতে রোবট ভূমিকা রাখছে। ইতিমধ্যে স্বয়ংক্রিয় কারখানা পরিচালনা, উঁচু ভবনগুলোতে রঙের কাজ, ড্রেন পরিষ্কার, উদ্ধারকাজ ও বাসাবাড়ির কাজে রোবটের চাহিদা রয়েছে। এ ছাড়া সামাজিক রোবটের জনপ্রিয়তাও প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে। তবে রোগনির্ণয় ও স্বাস্থ্য খাতে রোবটিকসের ব্যবহার মানবজীবন রক্ষায় সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা রাখছে।

তবে এসব আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির সঙ্গে এখনো অনেকেই পুরোপুরি অভ্যস্ত হতে পারেনি। তারা টিভির পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। কাগুজে পত্রিকার পাশাপাশি অনলাইন পত্রিকাও নিয়মিত দেখছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পাশাপাশি অনলাইন কোর্সেও ভর্তি হচ্ছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে অটোরিকশা ডাকার পাশাপাশি অ্যাপ দিয়ে ট্যাক্সি বা মোটরসাইকেলে রাইড শেয়ার নিচ্ছে। বাজারে যাওয়ার পাশাপাশি অনলাইনেও প্রচুর কেনাকাটা করছে।

এসব সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করার জন্য একটা সামগ্রিক নিয়মকানুন প্রবর্তন করতে না পারলে কিন্তু আমরা সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হবো। ফলে সামাজিক মাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ে যাবে বিজ্ঞাপনের টাকা আর আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ে যাবে সেবাদানের টাকা। তরুণ প্রজন্মকে এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, প্রবাসী শ্রমিকদের কষ্টার্জিত উপার্জনে পায়ের ওপরে পা তুলে আরাম না করে তথ্য-প্রযুক্তিতে নিজেদের মেধা খাটিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করার।

© UCLES 2024

বিভাগ : গ

*এই নিবন্ধটি পড়ে প্রশ্নপত্রের **33** থেকে **43** নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।*

আমার রূপকথা

আমার এই রূপকথার শুরু কলকাতার গড়িয়াহাট এলাকায়। সেখানেই আমার শৈশব কেটেছে। এখনকার মতো দারুণ জমজমাট না হলেও গড়িয়াহাটে আমাদের পাড়াটা ছিলো সুন্দর ও ছিমছাম। লোকজনের হাঁটাচলার জন্য ছিলো পরিষ্কার ফুটপাথ। তখন শপিং মলের জমকালো হাতছানি না থাকলেও আশেপাশে এবং রাস্তার দু'ধারে ছোটো-বড়ো নানান ধরনের দোকানপাট ছিলো। নিত্যদিন আমরা ছোটোখাটো চাহিদাগুলো সেখান থেকেই মেটাতাম। আমার কাছে সেটাই ছিলো এক রূপকথার শহর।

আমার স্কুলটা বাড়ির প্রায় উল্টো দিকে থাকায় রোজ স্কুলে যাওয়ার পথেই বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতো। কাছেই স্কুল বলে অনেক সময়ে বন্ধুরা আমার বাড়ি চলে আসতো। তারপর সবাই মিলে গল্প করতে করতে স্কুলে ঢুকতাম। রোজ বিকেলে বাড়ির পাশের মাঠে খেলাধুলা করতাম। বাড়ি ফেরার কোনও তাড়া না থাকলেও একটা অলিখিত নিয়ম ছিলো যে ঘরে ঘরে সন্ধ্যার বাতি জ্বলার আগেই আমাদের বাড়িতে ঢুকতে হতো।

বিয়ের কিছুদিন পর চলে গেলাম বিদেশে কিন্তু মনটা পড়ে থাকতো কলকাতার সেই গড়িয়াহাটে। স্মৃতিকোঠায় ভেসে উঠতো ভোরের কুয়াশার মধ্যে রাস্তা ধরে গোলপার্কের কলেজের মাঠে গিয়ে হাঁটা। রাস্তার পাশের ঢাকুরিয়া লেকের মিঠে হাওয়া গায়ে এসে লাগতেই পথের ক্লান্তি দূর হওয়া। সে সময়ে আমাদের বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন বন্ধুদের যাতায়াত লেগেই থাকতো, আলুভাজা, চিঁড়েভাজা দিয়ে গল্পের ঢেউ উঠতো। মোবাইল কিংবা টিভি না থাকলেও সে সময়ে বাড়িতে আমাদের আনন্দের কোনও ঘাটতি ছিলো না।

বেশ কয়েক বছর পর দেশে ফিরে এলাম। কলকাতা শহর তখন পাল্টাতে শুরু করেছে। পরিবর্তনের ঢেউ তখন সর্বত্রই। আকাশ ছোঁয়া বড়ো বড়ো বাড়ি, ফ্লাইওভার ধীরে ধীরে এই রূপকথার শহরের রূপ সেই অনাবিল আনন্দের পরিবেশ পাল্টে দিলো। এখন বিদেশের মতো ফোন করে সময় ঠিক করে আত্মীয় বন্ধুদের বাড়ি যাওয়া আসা করতে হয়। কলকাতায় আগে পাখার হাওয়াই ছিলো যথেষ্ট। তখন কিন্তু গরমে আমাদের এসি'র দরকার হতো না। এখন যেন গরম সহ্যই হয় না। কিন্তু গরম এতটাই বাড়তে লাগলো যে ঘরে ঘরে এসি বা শীততাপ নিয়ন্ত্রক চলে এলো। আমাদের ছোটবেলায় বেশির ভাগ বাড়িতে ফ্রিজই থাকতো না, এখন অপরিহার্য। জীবনের চাহিদাগুলো অল্প অল্প করে পাল্টে যেতে লাগলো। অল্প বয়সে চাহিদা ছিলো খুব কম। দিনে দিনে সেটাই বেড়ে গেলো। বিলাসিতা ও আরামে আমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি।

বর্তমান যুগে নগরায়ন ও বিজ্ঞানের জয়যাত্রা মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সবুজ রূপকেও যেন পালটে দিচ্ছে। আমরা এর থেকে বের হয়ে আসতে পারছি না। যান্ত্রিক মানসিকতায় মানুষ ভুগছে। জীবনে জটিলতা বাড়ছে। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হয়, আমরা কতো স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করছি। কিন্তু সব কিছু পেতে পেতে আমরা কবে যে নিজেদের সুখ শান্তি ছাড়াও অনেক কিছুই হারিয়ে ফেলেছি তার মূল্যায়ন করি না। মোবাইল, টিভি, ইন্টারনেট, এগুলোই এখন রূঢ় বাস্তব। এ কথা ঠিক যে কিছু না ভাঙলে নতুন কিছু গড়ে ওঠে না। তবে ভাঙ্গাগড়ার এই খেলা আমার রূপকথার শহরের শান্তিপূর্ণ ও সবুজ পরিবেশে বসবাসের স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে।

তবুও আমরা স্বপ্ন দেখতে ভালবাসি, আশা নিয়ে এগিয়ে যাই। হয়তো এরপরেই হবে আমাদের জীবনধারায় এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন। রূপকথার ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর গল্পের শেষে যেমনি সব দুঃখ কষ্ট শেষ হয়ে নতুনের সূচনা হয়, তেমনি আমরা আবার দেখবো মুক্ত নীল আকাশ, দূষণহীন নদীর জল, উজ্জ্বল চাঁদের আলো। নতুন প্রজন্ম দেখবে সেই পরিবেশবান্ধব পৃথিবীর অন্য এক রূপ, লিখবে নতুন রূপকথা।

© UCLES 2024

BLANK PAGE

Permission to reproduce items where third-party owned material protected by copyright is included has been sought and cleared where possible. Every reasonable effort has been made by the publisher (UCLES) to trace copyright holders, but if any items requiring clearance have unwittingly been included, the publisher will be pleased to make amends at the earliest possible opportunity.

To avoid the issue of disclosure of answer-related information to candidates, all copyright acknowledgements are reproduced online in the Cambridge Assessment International Education Copyright Acknowledgements Booklet. This is produced for each series of examinations and is freely available to download at www.cambridgeinternational.org after the live examination series.

Cambridge Assessment International Education is part of Cambridge Assessment. Cambridge Assessment is the brand name of the University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES), which is a department of the University of Cambridge.

© UCLES 2024